পথ হারানোর পথে

সেজান মাহমুদ

তসলিমা নাসরিনের প্রেস কনফারেন্স এবং গ্যাবি গে-নস্‌মানের সঙ্গে আলাপচারিতা

সেজান মাহমুদ পেশায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী, নেশায় লেখক, গীতিকার এবং নাট্যকার। কনিষ্ঠতম বয়সে পেয়েছেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার এবং জাতীয় পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবার সম্মাননা। পেশা এবং নেশার কারণে ঘুরেছেন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশ। তরুণ বয়সে অর্জিত এই বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখবার মননশীল বোধ এবং এডভেঞ্চার প্রিয় মনের মিশেলে তিনি লিখছেন এই ট্রাভেলগ 'পথ হারানোর পথে'। আত্মকথনের ভঙ্গিতে এই লেখায় কখনো উঠে এসেছে অসহায় যৌনকর্মীর করুণ জীবনচিত্র, কখনো বা তসলিমা নাসরিনকে ঘিরে তোলপাড় করা ঘটনার অজানা, অকথিত অধ্যায়; কখনো উঠে এসেছে নেলসন মেন্ডেলা এবং তার দেহরক্ষীর ঘটনা, কখনো বা প্রেমময় রুশ সুন্দরী নাতালির কথা। অমর্ত্য সেন, দাউদ হায়দার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুমন চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির পাশাপাশি উঠে এসেছে অজানা নাম ও তথ্য যা চমকিত করে পাঠকের মন। সেই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে এই ঘটনাপ্রবাহ কোথায় গিয়ে থামবে, তা জানার জন্যই এই ধারাবাহিক রচনা -পথ হারানোর পথে।

জার্মানির 'ডুসেলডর্ফে' ডায়াবেটিস বিষয়ক ইউরোপীয় সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেটা এমন একটা সময়ের কথা যখন আমি সদ্য ইন্টার্নী শেষ করে ঢাকায় 'বারডেম' (ইব্রাহীম মেমোরিয়াল ডায়াবেটিস সেন্টার)-এ অবৈতনিক 'রিসার্চ ফেলো' হিসেবে কর্মরত। সুতরাং বেকার বলাও অত্যুক্তি হবে না। এই সময়টাই সবচেয়ে যন্ত্রণার। সরকারি চাকুরি পেতে দু'বছর বাকি। ক্লিনিকগুলোতে মাত্র দু'আড়াই হাজার টাকায় চাকরি করতে হয় কাউকে কাউকে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি দু'তিন হাজার টাকার জন্য ক্লিনিকে চাকরি কখনও করবো না তারচেয়ে বাদাম বিক্রি করবো তাও ভাল। মেধা এবং শক্তির সবচেয়ে বড় অপচয় বাংলাদেশের প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর চাকরিতে। এদিকে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রচেষ্টায় সেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় থেকেই নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে ঢাকাতে আলাদা থাকা শুরু করেছি। তখন আমার খরচ চলে গান লিখে। 'জিংগেল' হলো বিজ্ঞাপনের গান। নগদ টাকা এবং টেলিভিশনের রয়্যালটির চেয়ে পরিমাণে বেশী। সুতরাং এ হেন অবস্থায় যে কোন ইউরোপীয় দেশে যাবার হাত-খরচ জোগার করাও আমার জন্য কঠিন।

আমার এক অনুজ প্রতিম বন্ধুর টিভিতে নাটক করার খুবই শখ। সে ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। সুদর্শন এবং অভিনয়ও ভাল জানে। কিন্তু এই ছ'ফুট দু'ইঞ্চির কারণে টিভিতে কেউ তাকে 'কাষ্ট' করতে চায় না। বেশীরভাগ তারকা অভিনেত্রীদের জন্য তার উচ্চতাই সবচেয়ে বড় বাঁধা। দু'একটা নাটকে ছোটখাট অভিনয় করেছে। মডেলিংও করেছে বেশ কয়েকটা কিন্তু নাটকই ওর বেশী পছন্দ। নাটক নিয়ে এই আক্ষেপ জানাতে প্রায়ই আমার অফিসে হামলা দেয়। সেই বন্ধু, যে এখন খুব নামকরা মডেল 'শিমুল' একদিন একটা সুখবর নিয়ে এলো। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর মফিদুল হক, দেখা করতে বলেছেন। এই প্রথম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে আন্তর্জাতিক বই মেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়া ফ্রাঙ্কফুর্টে বাংলাদেশের আলাদা বইমেলাও হবে। সবচেয়ে খুশীর খবর হলো ডুসেলডর্ফে আমার কনফারেন্স সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে। এমন চমৎকার টাইমিং! এক ঢিলে দুই পাখি মারা!

সাতদিনের মধ্যেই ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে আমন্ত্রণ এলো। বাংলাদেশ থেকে আরও যাচ্ছেন মুনতাসীর মামুন এবং ইউপিএল-এর স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমেদ। ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে এবার এক ঢিলে দুই পাখি নয়, অনেকগুলি পাখি মারা আর কি! আমার জার্মানি থেকে নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড এবং রাশিয়া যাবার এক দীর্ঘ পরিকল্পনা হয়ে গেল। যেহেতু প্রতিটি দেশের ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা পর্বে লেখা তাই আর বিস্তারিত বিষয়ে যাচ্ছি না। আমার এখন একমাত্র কাজ হাত খরচের টাকা জোগাড় করা এবং ভিসা নেবার জন্য লম্বা লাইনগুলোতে দাঁড়ানো।

সারাদিন কাজ এর কাগজপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ির পর প্রায় প্রতিদিন রাতেই আমাদের আড্ডা হতো ফরিদী ভাই ও সুবর্ণা আপার বাসায়। অর্থাৎ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হুমায়ুন ফরিদী এবং সুবর্ণা মোস্তফা। দুজনই অসম্ভব স্নেহ পরায়ণ। তাছাড়া আমার স্ত্রী তৃষ্ণা তখন হুমায়ুন আহমেদের 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে অভিনয় করার কারণে এই শিল্পী দম্পতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তৃষ্ণা তখন মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। আমরা নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পেশার কারণে বোধকরি নাটক পাড়ার রাজনীতি আমাদেরকে স্পর্শ করতো না। গ্রুপ থিয়েটারে আমরা 'নাট্যকেন্দ্রের' সদস্য, যার প্রতিষ্ঠাতা তারিক আনাম এবং সদস্যদের মধ্যে তৌকির, জাহিদ, মেঘলা সহ আরও অনেকে। অন্যদিকে ফরিদী-সুবর্ণা 'ঢাকা থিয়েটার'-এর পুরোধা ব্যক্তিত্ব। নাটক পাড়ায় এই দুই মেরুকরণের বন্ধুত্ব এবং পেশাগত দূরত্বও সবার জানা। কিন্তু আমরা দুজনে বরাবরই এই বৃত্তের বাইরে থেকে বৃত্তের ভেতরে থেকেছি। যা হোক, আমাদের এরকম একটি আড্ডায় আমার ইউরোপ যাবার কথা বললাম। একই সঙ্গে বেশ বড় অঙ্কের খরচের কারণে আমি পিছিয়ে যেতে পারি সেটাও প্রকাশ করলাম। এ কথা শুনে হুমায়ুন ফরিদী নাটকীয় ভঙ্গিতে ড্রয়ার থেকে চেক বই বের করলেন। বললেন, 'তোকে বিশ হাজার টাকা দিচ্ছি, কবে ফেরত দিতে পারবি বল?' আমি বললাম, 'আমার কিছু খরচ ওরা রিইমবার্স করবে, সুতরাং মাস খানেক পরেই দিতে পারবো।' তিনি বললেন- 'এর ঠিক দু'মাস পর টাকাটা ফেরত দিলেই চলবে।' আমি মহা খুশী। আমি ভেতরে ভেতরে অনেকটা মিইয়ে যাচ্ছিলাম। একসঙ্গে এতগুলো টাকা জোগাড় করা, তাছাড়া আমি কারো কাছে চাইতে চাইনি। আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ঘর ছেড়েছি। সেই অহংবোধকে ভাঙি কি করে? কিন্তু কেউ যখন এভাবে ভালবাসা জানিয়ে এগিয়ে আসেন তখন সেটা গ্রহণ না করাটা অন্যায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুদিন থেকে 'গণ প্রকাশনীর' শফিক খান কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ করে দিতে বলছিলেন। সোজা চলে গেলাম তার কাছে। বললাম আমি অনুবাদ করে দিতে রাজী কিন্তু আগাম টাকা দিতে হবে। পাণ্ডুলিপিতে হাত দেবো বই মেলা থেকে ঘুরে আসার পর। তিনি এক কথায় রাজি। বললেন যে কোন পাণ্ডুলিপি দিলেই চলবে, তবে একজন কাউকে গ্যারান্টি দিতে হবে যেহেতু এটা অডিট হবে ভবিষ্যতে। আমার সেই পাণ্ডুলিপি দেবার প্রতিশ্রুতির গ্যারান্টি দিলেন ড. হায়াৎ মামুদ। এক সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা পেলাম। আজ বলতে দ্বিধা নেই সেই পাণ্ডুলিপি গণপ্রকাশনীকে আজও দেয়া হয়নি। দীর্ঘদিন পর টাকাটা ফেরত দিয়েছিলাম। ঠিক ফরমায়েসি লেখা বোধকরি কখনও লেখা হবে না। তবু সেই অপরাধবোধ এখনও তাড়িত করে।

টাকা সংগ্রহের দ্বিতীয় দফা ভালই হলো। তারপরও অনেক টাকা বাকি। মাঝে মাঝেই হাল ছেড়ে দেই। থাক, না হয় নাইবা গেলাম। শেষের দিকে এসে কাজের চাপ, ভিসা বিষয়ক দৌড়াদৌড়ি, টাকা-পয়সার টানাটানি। একদিন রাতে বলেই ফেললাম, না আমি যাচ্ছি না। কালকে থেকে এই পরিকল্পনা টোটালি বন্ধ। তৃষ্ণা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর আমাকে দ্বিগুণ অবাক করে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিল দশ হাজার টাকার দু'টো বাণ্ডিল। আমি বললাম 'কোথায় পেলে?' বলল, 'জানি তুমি রাগ করবে,

তুমি যে ব্রেসলেটটা ব্যাংকক থেকে এনে দিয়েছিলে সেটা বেঁচে দিয়েছি।'

আমি সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ। আমাদের বিয়ে হয়েছিল বেলী ফুলের মালা দিয়ে। কোন দামী-গহনা আমি দেইনি ওকে। একমাত্র ব্যাংকক থেকে নিয়ে আসা ঐ ব্রেসলেটটা ছাড়া। ও বলল, 'শোন, আমার কাছে সোনার একটা গহনা বড়, নাকি তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলাতে যাবে, পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে দেখা হবে সেটা বড়? আমি তোমাকে জানি, তুমি এ রকম সোনার গহনা বহু কিনে দিতে পারবে আমাকে।' আমার চোখ ভিজে আসে।

পরবর্তী প্রতিটি দিন আমি উত্তেজনার তুঙ্গে। প্রতিদিন হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ভ্রমণ বিষয়ক বই পড়ি। তাতে মার্ক টোয়েনের 'The Innocents Abroad' থেকে শুরু করে সুনীলের 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' বা 'তিন সমুদ্র সাতাশ নদী'। এতে কষ্ট আরও বাড়ে। সময়ের অভাবে ফ্রান্সের ভিসা নিতে পারলাম না। এতো কাছে গিয়েও প্যারিস দেখা হবে না। ল্যুভর মিউজিয়ামে পিকাসোর ছবি; আইফেল টাওয়ার, ইমপ্রেসনিস্ট-পোস্ট ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের বিতর্কের কেন্দ্র প্যারিস সুন্দরীকে দেখা হবে না। একবার যেতে পারবো না সেই সব রাস্তায়, রেস্তোঁরায় যেখানে বার্ট্রান্ড রাসেল অথবা জ্যাঁ পল সার্ত বসে কফি খেতেন। তাছাড়া সুনীলের বই পড়ে আমাদের জেনারেশনের অনেকের কাছেই, 'মার্গারিট ম্যাতিউ' স্বপ্নের নারী। আমি অবশ্য সব সময়ই আপত্তি করতাম। মার্গারিট এর মতো গোঁড়া ক্যাথলিক, তা যতই কবিতা প্রেমী হোক আমার স্বপ্নের নারী হবে না। তবু বাইরে কোন দেশে বেরুলেই মন খুঁজতে থাকে অন্য কোন মার্গারিটকে। সেই খোঁজ যে এমনভাবে বাস্তব হবে জানা ছিল না। সে ঘটনায় পরে আসবো। এখন ফ্রাঙ্কফুর্টে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলায় উলে-খযোগ্য ঘটনাগুলোর কথাই বলা যাক।

এবছর বই মেলার 'থিম' ব্রাজিলের সাহিত্য। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে ধীরে ধীরে মর্যাদার আসন করে নিচ্ছে। মেলার একটি কর্ণার সমস্ত কিছু ব্রাজিলীয় কায়দায় সাজানো সেখানে সবুজের সমারোহ দেখেই মনে মনে ভাবি, কবে যে এধরনের বই মেলার 'থিম' হবে বাংলাদেশ! তবু এই প্রথম এই মেলাতে বাংলাদেশের স্টল। সারে সারে বাংলা বই সাজানো মেলার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পোষ্টার। তাতে নাদিম গর্ডিমার, সালমান রুশদী, নেলসন মেণ্ডেলার পাশে তসলিমা নাসরিনের বড় ছবি। পোস্টারে লেখা 'তসলিমা নাসরিনের প্রেস কনফারেন্স।' এই প্রেস কনফারেন্সের ওপর আমার ভোরের কাগজের মুক্তচিন্তা বিভাগে ছাপা লেখাটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট আর্ন্তজাতিক বইমেলা শুরু হয়েছে ৫ অক্টোবর থেকে। চলবে ১০ তারিখ পর্যন্ত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই বই মেলার বিশাল ব্যাপ্তি, ব্যাপক প্রভাব কমবেশি সবারই জানা। ইউরোপের নিউইয়র্ক হিসেবে খ্যাত এই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এখন তুমুল প্রাণচাঞ্চল্য। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সেই গোড়া থেকেই একটি খবর সবার মুখে মুখে ফিরছিল, তা হলো তসলিমা নাসরিনের প্রেস কনফারেন্স। বইমেলা উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত প্রেস সেন্টার থেকে প্রতিদিনের বিশেষ ঘটনা প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি বিবরণ সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বই মেলার বিভিন্ন হলরুমে বড়ো বড়ো পোস্টারে ঘোষণা দেওয়া আছে এই বিশেষ সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে। যদিও উলে-খ করা হয়েছে ৬ অক্টোবর '৯৪ তারিখ বেলা ৩টায় চার নম্বর হল সংলগ্ন কনফারেন্স সেন্টারে উপস্থিত থাকবেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাদিম গর্ডিমার, সালমান রুশদী, ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক বেনহার্ড নেভী, জার্মানির মার্টিন এলজার এবং সাংবাদিক ইয়র্গ লাউসহ আরো কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব; কিন্তু ইউরোপের সমস্ত মিডিয়ার কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল তসলিমা নাসরিন। সুতরাং এটি একমাত্র তসলিমা নাসরিনের প্রেস কনফারেন্স। আমার এ কথার প্রমাণ পেলাম ৬ তারিখ বেলা ৩টায়। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে সাংবাদিকদের ঢুকতে হলো কনফারেন্স রুমে। আমি বাংলাদেশের সাংবাদিক বলেই সম্ভবত একদফা বেশি সার্চ করা হলো আমাকে। হলরুমে ঠাসা সাংবাদিক, ফটো সাংবাদিক এবং টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরায় ঢুকেই দেখলাম বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার এবং আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু বসে আছেন। একটু পর ঢুকলেন মুনতাসির মামুন। আমার পাশে বসেছিলেন এক জার্মান সাংবাদিক। নেমপে-টে বাংলাদেশ দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান নাসরিন আজ আসছে না? শুধু আমি কেন, অনেকের কাছেই আশাহত হওয়ার মতো খবর।' বললাম কেন? তার জবাব দেওয়ার আগেই মাইক্রোফোনে ঘোষণা দেওয়া হলো– তসলিমা নাসরিন আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেবেন সুইডিশ পেন ক্লাবের সভাপতি গ্যাবি গে-নসমান। যে পেন ক্লাবের আমন্ত্রণে তসলিমা নাসরিন এখন সুইডেনে, যে পেন ক্লাব ইউরোপীয় কমিউনিটিকে বাধ্য করেছিল বাংলাদেশের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য তারই সভাপতিকে নিজের নাম বানান করে পরিচয় দিতে হলো। কিন্তু তসলিমা নাসরিন নেই শুনেই অর্ধেকেরও বেশি সাংবাদিক, গালিগালাজ করতে করতে ফিরে গেলেন। যাহোক, শুরুতেই গে-নসমান ব্যাখ্যা দিলেন কেন নাসরিন আসতে পারেন নি। গতকাল অর্থাৎ ৫ অক্টোবর '৯৪ তারিখে তিনি (অর্থাৎ তসলিমা নাসরিন) ফ্রান্সে ঢোকার অনুমতি চেয়েছিলেন। ফ্রান্স সরকার মাত্র ২৪ ঘন্টার ভিসা দেন এবং বলে দেন এর চেয়ে বেশি সময়ের নিরাপত্তা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জার্মানিতে এই একই সময়ে আড়াইশ' আমন্ত্রণ ছিল। তাছাড়া সকাল থেকে তার মাথা ব্যথা করছিল– সবমিলিয়ে তিনি আসতে পারেন নি। বলাই বাহুল্য, কেউই সালমান রুশদী এমনকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাদিম গর্ডিমার প্রসঙ্গেও কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন না। এরপর গে-নসমান ব্যাখ্যা করলেন, কেন তারা তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন তসলিমা নাসরিন কি লিখেছেন সে বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে চাই না। তবে তার জীবন বিপন্ন একারণেই তাকে আশ্রয় দিয়েছি। সাংবাদিকদের তরফ থেকে প্রথম প্রশ্নটি করলেন মুনতাসীর মামুন। তিনি বললেন, এর আগেও অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে যেমন ড. আহম্মদ শরীফ কিংবা জাহানারা ইমাম, কিন্তু তখন আপনাদের ভূমিকা এত জোরালো ছিল না কেন? তবে কি তসলিমা একজন সুন্দরী নারী একারণেই এতো মানোযোগ? গে-নসমান প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, আমরা হয়তো অন্য সবার খবর জানতে পারিনি। তোমাদের সাহিত্যে আরো ভালো লেখক বা মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অনেকেই হয়তো আছে, আমরা জানাতাম না। তবে সুন্দরী তসলিমা নাসরিন যদি এই বয়সে নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যান তবে সৌন্দর্যকে দোষ দেওয়া যায় না। পেন ক্লাবের সভাপতির এই মন্তব্য বেশ গুরুত্বহ। এরপর আরো প্রশ্নোত্তর হলো। শেষ প্রশ্নটি করলাম আমি। বললাম, আপনারা পৃথিবীব্যাপী মানবাধিকার, লেখকের স্বাধীনতা ইত্যাদির জন্য লড়াই করছেন খুব ভালো কথা, কিন্তু এভাবে খণ্ডিত আকারে সমস্যার সমাধান হবে কি? স্থায়ীভাবে কিছু করার ভবিষ্যত পরিকল্পনা আছে কি না! জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ আমরা পৃথিবীব্যাপী এ রকম নির্যাতিত লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরী করেছি। প্রায় আড়াইশ' জনের লিস্ট আছে আমাদের হাতে এবং সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আমরা। সংবাদ সম্মেলন শেষ হলো। গ্যাবি গে-নসমান তুমুল ব্যস্ত। চলে যাওয়ার সময় তিনি পরিচিতের মতো হাসলেন। আমিও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললাম, সময় হলে একটা ফরমাল ইন্টারভিউ করতাম। বললেন, ৩ ঘণ্টা পর ফ্লাইট, ফিরে যেতে হবে স্টকহোমে। ফরমাল ইন্টারভিউয়ের দরকার নেই, তার চেয়ে চলুন সামনে এগুতো এগুতো কথা বলি। গ্যাবি গে-নসমানের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে করিডোর থেকে চার নম্বর হলের সামনে ফাঁকা জায়গায় চলে এলাম। সময়ের কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম–

আপনারা অর্থাৎ ইউরোপীয়রা যেভাবে বাংলাদেশকে বিচার করছেন, যেন একটা ঘোরতর মৌলবাদী দেশ। এখানে কোনো বাক-স্বাধীনতা নেই – এই ধারণা একেবারেই খণ্ডিত – আপনার মন্তব্য কি?

– হয়তো বা একটি দেশকে ভালোভাবে বুঝতে হলে তার সংস্কৃতি, মানুষের মূল্যবোধ ইত্যাদি

ভালভাবে জানতে হয়, আমাদের এ ব্যাপারে খুব ভালো ধারণা নেই।

– তারমানে আমাদের সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনেই আপনারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। মানে এখানে বিশ্বের কাছে আপনাদের অবস্থান জানানোই মুখ্য?

– না-না, আমি নিজেও একজন লেখক। লেখক থেকে সংগ্রামী হয়েছি। এই কলমের জন্য যাদের জীবনের ওপর হুমকি এসেছে তাদের জন্য আমরা লড়ছি, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছে।

আমি মুনতাসীর মামুনের প্রশ্নের জের টেনে বললাম, তাহলে বাংলাদেশের অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটলো না কেন?

জবাবে গে-নসমান বললেন,

–নাসরিন ইজ লাকী এনাফ। তার ব্যাপারটা আমরা সেভাবে জেনেছিলাম। তাছাড়া হয়তো সে রিজিওনাল পলিটিক্স এবং পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা মিসইউজড।

–বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

–খুব ভালো জানি না। তবে জানি বেশ রিচ, রবীন্দ্রনাথ তোমাদের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

–সুইডেনে টিভি সাক্ষাৎকারে তসলিমা নাসরিন নাকি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ কিছু ভালো কবিতা লিখেছেন, ব্যাপারটা কি সত্যি?

–আমি জানি না।

–তসলিমা নাসরিন কেমন আছেন?

–ভালো। এখানে আমাদের জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি ভালো ইংরেজী জানতেন না, সেটাও রপ্ত করছেন। তবে খুব ব্যস্ত আছেন।

আমি শেষ প্রশ্নটি করলাম এভাবে, বললাম ঃ আপনারা ইউরোপীয়রা সভ্যতার দাবি করেন। বসনিয়া হারজেগোভিনার কথা ধরুন। দীর্ঘদিন ধরে জাতিগত বিদ্বেষ পুষে রেখে এই সভ্য সময়েও তার কুৎসিত প্রকাশ ঘটছে হত্যার মাধ্যমে। আমাদের কিন্তু অন্য রকম। দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়। মারামারি হয় আবার ভুলেও যায়। দীর্ঘদিন তা পুষে রাখে না, আমাদের এই মানবিক ব্যাপারটা বুঝবেন তো?

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ইয়েস, অফ কোর্স।

আমার কার্ড চাইলেন, দিলাম। আরেকটি কার্ডের উল্টোদিকে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন, লিখবে। এমন সময় কবি দাউদ হায়দার এলেন। আমি বললাম, আজ থেকে ২০ বছর আগে এই কবিকে তার কবিতার জন্য দেশ ছাড়তে হয়েছিল। সম্ভবত এটিই প্রথম ঘটনা। দুজনে আলাপ হলো কয়েক মিনিট, তারপর বিদায় নিলেন সুইডিশ পেন ক্লাবের সভাপতি গ্যাবি গে-নসমান।

ঢাকায় আমরা এক সাংবাদিক বন্ধু একটি গল্প শুনিয়েছিল। বিচিন্তা সম্পাদক মিনার মাহমুদ এখন নিউইয়র্কে। ট্যাক্সি চালান। এক যাত্রী তার বাড়ি বাংলাদেশে শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ডু য়্যু নো তসলিমা নাসরিন' জবাবে মিনার মাহমুদ বলেছিলেন 'ইয়েস, অলসো শী ওয়াজ মাই ওয়াইফ।' ট্যাক্সির যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে বলে তারপর পুলিশ ডেকে বলেছেন 'এরেস্ট হিম, হি ইজ এবসলিউটলি ড্রাঙ্ক।'

গল্পটা সত্যি কিনা জানি না; তবে পশ্চিমা বিশ্বে তসলিমা নাসরিনের অবস্থা ঠিক তাই। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাতেই তার ওপর ১২টা ভাষায় বই বেরিয়েছে। তার 'লজ্জা' অনূদিত হয়েছে ফরাসীসহ কয়েকটি ভাষায়। ইউরোনিউজে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে এবং ফরাসী বিদেশ মন্ত্রী ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন কেন তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ভিসা দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে এতো বেশী পরিচিত বোধহয় আর কেউই করেননি। বইমেলাতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সাহিত্য প্রকাশ এবং ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড দুটো স্টল দিয়েছে। বাংলাদেশ দেখেই প্রচুর লোক ভিড় করছে সেখানে। খবরাখবর নিচ্ছেন এদেশের লেখালেখির। এগুলো যেমন ইতিবাচক দিক, তেমনি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এর জন্য বিদেশে বাংলাদেশের সরকারী মিশনগুলোর যথাযথ ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমা বিশ্বের সংবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন তসলিমা নাসরিন, একারণে, বাংলাদেশ শুনলে এমনকি মুদির দোকানদারও জিজ্ঞেস করে 'ডু য়্যু নো তসলিমা নাসরিন।' আমার মাথায় সবসময় মিনার মাহমুদের গল্পটি ঘুরছে। তাই যখন বার্লিন থেকে প্রকাশিত Dic Tageszeitung পত্রিকার সম্পাদক আরনো ভাইডমান আমি বাংলাদেশের লেখক শুনে প্রশ্ন করলেন 'ডু ইউ নো তসলিমা নাসরিন ক্লোজলি?' –তখন চিকিৎসক হিসেবে তার সঙ্গে একই হাসপাতালে কাজ করেছি। কবিতা পরিষদে একই মঞ্চে কবিতা পড়েছি– বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। যদি পুলিশ ডেকে আমাকেও বলে, 'এরেস্ট হিম, হি ইজ এবসোলিউটলি ড্রাঙ্ক।' ❑
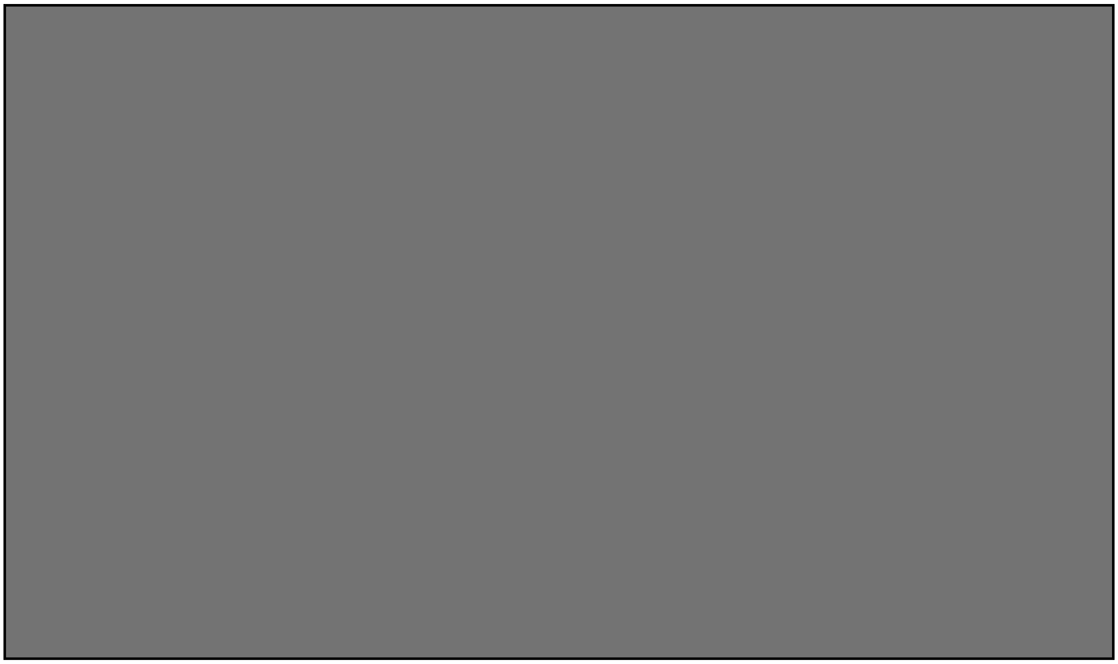
ক্রমশঃ